যেসব বিষয়ে মেয়রের পদক্ষেপ চাই

এর সবই মেয়রের কর্মপরিধির অংশ-

তথ্যসূত্র: ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩; স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অর্ডিন্যান্স ২০০৮; ও স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) সংশোধন এ্যাক্ট ২০১১ অবলম্বনে আইআইডি

গণ ও পৌরস্বাস্থ্য
- গণশৌচাগার
- মশা ও পানিবাহিত রোগ
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- স্বাস্থ্য ও প্রসূতি-কল্যাণ
- নিরাপদ খাদ্য

সড়ক ব্যবস্থা
- ফুটপাত
- যানজট
- আলোকিত রাস্তা
- ব্যবহারযোগ্য রাস্তা
- নগর যাতায়াত

শিক্ষা ও তথ্য
- বিদ্যালয়
- তথ্য কেন্দ্র
- গ্রন্থাগার
- যাদুঘর

সুশাসন
- সমন্বয় (অন্যান্য সংস্থার সাথে)
- সংযোগ (কাউন্সিলরদের সাথে)
- দুর্নীতি রোধ

মেয়র

সংস্কৃতি ও বিনোদন
- নগর কেন্দ্র
- সংস্কৃতি কেন্দ্র
- খেলার মাঠ
- নগর-উদ্যান

নগর পরিকল্পনা
- আবাসন
- বাজার ব্যবস্থাপনা
- দুর্ঘটনা মোকাবেলা
- পরিবেশ রক্ষা
- নগর উন্নয়ন

পানি ও নিষ্কাশন
- বিশুদ্ধ পানি
- জলাবদ্ধতা
- নর্দমা ব্যবস্থাপনা
- স্নান ও পরিচ্ছন্নতার সুযোগ

তারুণ্যের ইশতাহারের উদ্যোগ ও ঢাকা বিতর্ক গবেষণা সহযোগী -

IID
Institute of Informatics and Development

MEETDhaka
মেয়র পদপ্রার্থীদের ঢাকা বিতর্ক

আয়োজনে-
ATN NEWS
DhakaTribune

ঢাকা তারুণ্যের ইশতাহার

DHAKA YOUTH MANIFESTO

যেভাবে হলো
তারুণ্যের জন্য, তারুণ্যের তৈরি, তারুণ্যের ইশতাহার-

জনমত সংগ্রহ
অনলাইন, খানাজরিপ ও পথজরিপ থেকে সব শ্রেণী-পেশার তরুণদের মত সংগ্রহ

প্রাসঙ্গিকতা যাচাই
মেয়রের আইনানুগ কর্মপরিধির সাথে জনমতের প্রাসঙ্গিকতা যাচাই

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ
গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তরুণদের তুলে ধরা সমস্যার ব্যাখ্যা

প্রচার ও পর্যবেক্ষণ
বোধগম্য ভাবে ইশতাহারের প্রচার এবং বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

গণতন্ত্রের জন্য তরুণ্যদের কাছে কী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

৬৬ %	নিরপেক্ষ নির্বাচন
৪৩ %	বাকস্বাধীনতা
৪৮ %	বিশ্বাসের স্বাধীনতা
৪৩ %	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা

আবহমানকাল থেকেই তারুণ্য সোচ্চার থেকেছে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য... তবু ৭৬% তরুণ মনে করে জননীতিতে তাদের কোন প্রভাব নেই। তাই ২০১৩-র জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে আইআইডি 'তারুণ্যের ইশতাহার' কর্মসূচী গ্রহণ করে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫-কে সামনে রেখে এটিএন নিউজ ও ঢাকা ট্রিবিউন আয়োজিত মেয়র প্রার্থীদের ঢাকা বিতর্ক অনুষ্ঠানের গবেষণা সহযোগী হিসেবে যোগ দিয়েছে আইআইডি। সেই সাথে নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থী ও ভোটারদের কাছে তারুণ্যের চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরতেই এই ইশতাহারের প্রকাশ।

তারুণ্যের ইশতাহারঃ ঢাকার উন্নয়ন প্রাধান্য

জনস্বাস্থ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ঢাকায় বছরে প্রায় ৯.৭ মিলিয়ন টন আবর্জনা তৈরি হয়

মোট আবর্জনার ২০%রিসাইকেল করা হয় এবং প্রায় ৩৭%যত্রতত্র পড়ে থাকে

জলাধারে মশার উপদ্রবে ডেঙ্গুজ্বরসহ অন্যান্য রোগ-জীবাণু ছড়ায়

ঢাকার নিকটস্থ নদী যেমন বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীতে প্রতিদিন ১.৫ মিলিয়ন কিউবিক মিটার আবর্জনাযুক্ত ময়লা পানি পতিত হয়

ঢাকায় মাত্র ৬৪টি গণশৌচাগার সচল আছে, যার অধিকাংশই অস্বাস্থ্যকর

৫.৫ মিলিয়ন মানুষ যাতায়াতের সময় গণশৌচাগারের অভাব বোধ করে

৩০%ঢাকাবাসীর শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগ নেই

নিষ্কাশন ব্যবস্থা

অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে বর্ষায় নগরের জলাবদ্ধতা ভয়াবহ আকার ধারণ করে

খালগুলো ভরাট হয়ে লেক বা হ্রদে রূপান্তর হয়েছে যেমন ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, বারিধারা লেক

পূর্ব ঢাকায় প্রায় ৬০ কিলোমিটারের ২৭ টি খাল আছে; শহরের প্রায় ৮০%এলাকার পানি এসব খাল দিয়ে নিকটস্থ নদীতে নিষ্কাশিত হয়

অপরিকল্পিত উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও ফেলে দেয়া নির্মাণ সামগ্রী জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ

নিম্নমানের নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে মাত্র ২৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হলেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়

পানি সরবরাহ

ঢাকায় প্রতিদিন জনপ্রতি পানির চাহিদা ১৫০ লিটার

উন্মুক্ত স্থান বা গণঅনুষ্ঠানে খাবার পানির ব্যবস্থা থাকে না

৩১.৪% পরিবারে পানির সংযোগ নেই

বস্তিতে পানি ব্যবহারকারীর গড় অনুপাত ১০০০: ১

ঢাকার সরবরাহকৃত পানি পানের অযোগ্য

আবাসিকের ৯৮% এবং বস্তির ১৬% পরিবার পানি ফুটিয়ে পান করে

দূষিত ও ময়লা পানির মধ্যে মাত্র ৪০%পানি শোধনাগারে পৌঁছে

নগরের ৪২৩ টি নলকূপ দিনপ্রতি ১২০০ মিলিলিটার পানি সরবরাহ করে

কিন্তু অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আশংকাজনকভাবে নিচে নেমে গিয়েছে, যা বৃষ্টিপাতেও পূর্ণ হয়না

যানজট

ঢাকার রাস্তার প্রতিটি মোড় ও বাসস্টপে যাত্রীদরে গড়ে ১১ মিনিট ব্যয় হয় যানজটে

যানজটের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ২০০ বিলিয়ন ডলার, তম্মধ্যে...

যাত্রীদের দেরি হওয়ার জন্য ১২০ বিলিয়ন

বাণিজ্য ও রপ্তানি ক্ষেত্রে ৪০ বিলিয়ন

পরিবেশগত কারণে ২৫ বিলিয়ন

চিকিৎসা ও অন্যান্য কারণে ১৫ মিলিয়ন

ঢাকার নাগরিকদের প্রতিদিন নষ্ট হয় ৩.২ মিলিয়ন কর্মঘণ্টা

দখলে থাকা অপর্যাপ্ত ও নোংরা ফুটপাতগুলো চলাচলের অনুপযুক্ত

সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা

আদর্শ শহরের ২৫% স্থান উন্মুক্ত থাকে

ঢাকার মাত্র ৫% স্থান উন্মুক্ত, ০.৯% উদ্যান ও ০.৪%খেলার মাঠ

পুরান ঢাকায় মাত্র ৫% এবং নতুন ঢাকায় মাত্র ১২% জায়গা উন্মুক্ত ও সবুজ

প্রধানমন্ত্রী অক্টোবর ২০১০-এ ঢাকার সকল খেলার মাঠ ও শিশুপার্ক দখলমুক্ত করার আদেশ দেন

ঢাকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো ২০% স্থান উন্মুক্ত রাখা

শিক্ষা এবং তথ্যসেবা

ঢাকায় প্রায় ০.২ মিলিয়ন পথশিশুর অধিকাংশই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

দমবন্ধ পরিবেশে পরিকল্পনাহীনভাবে শিশু বিদ্যালয় গড়ে উঠছে, যা যাতায়াত ও গুণগত শিক্ষা ব্যাহত করে

ঢাকার গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর মধ্যে ৯৫%তরুণ মনে করে গ্রন্থাগার এবং তথ্যকেন্দ্র সমাজের জন্য অতীব জরুরি

প্রায় একতৃতীয়াংশ তরুণ কম্পি উটার ও ইন্টারনেট সেবার জন্য বহুমূখী গ্রন্থাগার বা গণকেন্দ্র চায়

ঢাকার উন্মুক্ত উদ্যানগুলি বড় ধরনের সাংস্কৃতিক বা গণসমাবেশের জন্য প্রস্তুত নয় বলে পরিচ্ছন্নতা, নাগরিক সুবিধা ও নিরাপত্তা ব্যহত হয়

মেগা শহর ঢাকা

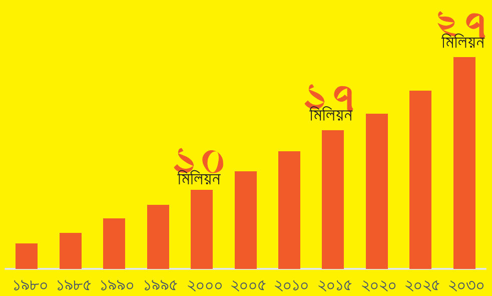

ঢাকা পৃথিবীর ১১তম বৃহৎ এবং দ্রুততম বর্ধনশীল শহর
গত ২৫ বছরে ঢাকার জনসংখ্যা বেড়েছে ৩গুন
ঢাকার বর্তমান জনসংখ্যা ১৭ মিলিয়ন,
যা ২০৩০ সালে হবে ২৭ মিলিয়ন
ঢাকাবাসীদের ২৮ শতাংশই দরিদ্র
প্রতিবছর ৩-৪ লক্ষ মানুষ গ্রাম থেকে ঢাকায় চলে আসে

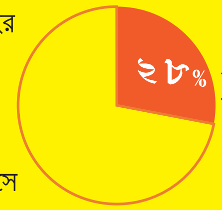

দরিদ্র ঢাকাবাসী নাগরিক সেবার বাইরে থাকে

আপনার অভিমত জানান-

বাংলাদেশ
EKBANGLADESH.com.bd

ঢাকায় থাকার একদিন >

সকাল বেলায় **পানি** নেই

চলার মতোন **রাস্তা** নেই

আবর্জনা থেকে মুক্তি নেই

চলার জন্য **বাহন** নেই

হাঁটার জন্য **ফুটপাত** নেই

শব্দদূষণ থেকে রেহাই নেই

বিদ্যুৎ কিংবা পানি নেই